

পুজোয় রেশন গ্রাহকদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ



নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে রাজ্যের সব শ্রেণির রেশন গ্রাহকদের জন্য বিশেষ খাদ্য প্যাকেজ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শনিবার নবাব্দে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এ বার ২ কোটি পরিবারের হাতে ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে চিনি, ময়দা ও সূজি তুলে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পে অতিরিক্ত ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগের সরকার যখনো প্রায় ৫০ লক্ষ পরিবারকে ২০ শতাংশ ভর্তুকিতে শুধু এক কেজি চিনি দিত, সেখানে বর্তমান সরকার প্রায় ২ কোটি পরিবার, অর্থাৎ ৮ কোটিরও বেশি মানুষকে এই সুবিধার আওতায় আনছে। তার দাবি, দুর্গাপূজো উপলক্ষে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে এটিই রাজ্যের সবচেয়ে বড় খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী,

উপভোক্তারা এক কেজি ময়দা পাবেন ১৯ টাকায়। বাকি ১৯ টাকা ভর্তুকি দেবে রাজ্য সরকার। এক কেজি চিনি মিলবে ৩০ টাকায় এবং ওই ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ ভর্তুকি দেবে সরকার। পাশাপাশি পরিবারপিছু ৫০০ গ্রাম সূজিও দেওয়া হবে। সূজির টেন্ডার প্রক্রিয়া এখনও চলছে। তবে পুজোর সপ্তাহেই তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবায়ন সূত্রে খবর, ময়দা ও চিনির টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। খাদ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুজোর আগেই রেশন দোকানগুলিতে সমস্ত সামগ্রী পৌঁছে দিতে। গত বছর পর্যন্ত জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের উপভোক্তারাই শুধু পুজোর বিশেষ প্যাকেজ পেতেন। এ বার রাজ্য প্রকল্পের আওতাধীন রেশন গ্রাহকরাও একই সুবিধা পাবেন।

‘সন্ত্রাসবাদী হামলাই’

ফ্লাইদুবাই নিয়ে মুখ খুলল আমিরশাহি

হাসপাতালে স্মিতকে দেখতে দুবাইয়ের যুবরাজ

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: ককপিটের ভিতরে রাখা খাবার দিয়েই ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মজরের উপর হামলা চালান ফ্লাইদুবাইয়ের অভিযুক্ত সহকারী পাইলট। ঘটনাটিকে ‘সন্ত্রাসবাদী হামলা’ বলে উল্লেখ করল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। মূল ঘটনার তিন দিন পর তাদের তরফে এই প্রথম কোনও বিবৃতি এল। দেশটির প্রসিকিউটর জেনারেল জানিয়েছেন, সহকারী পাইলট বিমানটির দখল নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অন্য ব্যক্তিরা ককপিটে ঢুকে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানটিতে যাত্রী এবং কর্মচারী মিলিয়ে মোট ১৮২ জন ছিলেন। দুবাই থেকে তা ইজরায়েলের তেল আভিভে যাচ্ছিল। মাঝ-আকাশে ককপিটে দুই পাইলটের মধ্যে বচসা হয়। ওই সময় বিমানটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। এক ধাক্কায় তা ১৪ হাজার ফুট নীচে নেমে যায়। পরে জরুরি ভিত্তিতে বিমান অবতরণ করে

সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে। সেখানে অভিযুক্ত সহকারী পাইলটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষই অভিযুক্তকে তুলে দেন আমিরশাহির হাতে। অভিযোগ, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে কুপিয়েছিলেন সহকারী পাইলট। ককপিটের ভিতরে কী ভাবে অস্ত্র পেলেম? প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছিল, ফল কাটার ছুরি দিয়ে তিনি আক্রমণ করেন। পরে বিমান সংস্থা জানায়, ককপিটে রাখা কুঠার দিয়ে আক্রমণ করা হয়ে থাকতে পারে। জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাজনিত কারণে বিমানের ককপিটে কুঠার থাকে। সেই তথ্যই প্রাথমিক তদন্তের এক এ বার নিশ্চিত করলেন আমিরশাহি কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, জখম ভারতীয় পাইলট স্মিত মজরের সঙ্গে শনিবার দেখা করেন দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামদান বিন মহম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম। ককপিটে কুঠারের আঘাতে জখম স্মিত এখন ভর্তি রয়েছেন আবু ধাবির এক হাসপাতালে।

মহালয়ায় নয়, সপ্তমীতে রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপূজোর আগে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সন্তাষা পশ্চিমবঙ্গ সফরের সূচিতে বলল হতে চলেছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মহালয়ার দিন, ১০ অক্টোবর, কলকাতায় আসার কথা ছিল তাঁর। যদিও সেই সফর সূচিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে বলেই সূত্রের খবর। মহালয়ার পরিবর্তে সপ্তমীর দিন তাঁর রাজ্যে আসার সম্ভাবনা আছে। দুর্গাপূজোর অষ্টমীর দিন বেলেড় মঠে গিয়ে কুমারী পূজো দেখা এবং অঞ্জলি দেওয়ার কর্মসূচিও তাঁর সন্তাষা সফরসূচিতে থাকতে পারে বলেই জানা যাচ্ছে। যদিও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এখনও এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠানের দিন উপস্থিত থাকার বিষয়টি



পরিবর্তন হলেও মহালয়ার অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি থাকছে না বলেই জানা যাচ্ছে। রাজ্য সরকার এবং সিএবি কর্তাদের মধ্যে বৈঠক সূত্রে এমনই খবর শুক্রবার সামনে আসে। সেক্ষেত্রে মহালয়ার দিন প্রধানমন্ত্রীর

‘নন্দীগ্রামে পা ভাঙেনি মমতার..’, নথি দেখিয়ে দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পা ভাঙা’ সংক্রান্ত বিতর্ক ফের উদ্বে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, ওই ঘটনার চিকিৎসা-সংক্রান্ত নথিতে কোনও ধরনের হাড় ভাঙার প্রমাণ নেই। একই সঙ্গে নির্বাচন-পর্ব শেষ হলে ওই ঘটনায় ‘মিথ্যা প্রচার’-এর অভিযোগে নতুন করে তদন্তের ইঙ্গিতও দেন তিনি।

শুভেন্দুর বক্তব্য, ২০২১ সালে নন্দীগ্রামের মানুষকে অপমান করা হয়েছিল। তিনি সাংবাদিকদের সামনে ২০২১ সালের ১১ মার্চের বঙ্গুর ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেসের একটি রেডিওলজি রিপোর্ট তুলে ধরে দাবি করেন, সেখানে “No evidence of fracture or dislocation” উল্লেখ রয়েছে। তাঁর কথায়, ‘এ নিয়ে এখন আর বেশি কিছু বলব না। বিষয়টি সিআইডি তদন্ত করছে। নির্বাচনী বিধিনিষেধ উঠে গেলে এই মিথ্যা প্রচারের বিষয়েও নতুন করে তদন্ত হবে। ৯ তারিখের পর বিস্তারিত জানাব।’

হিন্দিতে প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু বলেন, বিষয়টি জাতীয় স্তরে বড় ইস্যু করা হয়েছিল এবং নন্দীগ্রামের মানুষকে বদনাম করা হয়েছিল। তিনি ফের চিকিৎসা-সংক্রান্ত রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন, নির্বাচনী বিধিনিষেধ শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা জানানো হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য,

নতুন করে তদন্তের ইঙ্গিত



নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া বাজারে মমতার গাড়ির দরজা একটি লোহার বিমে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে এবং পায়ে লাগে। তাঁর দাবি, এতে সামান্য চোট লাগলেও পা ভাঙেনি। কিন্তু পরে ঘটনাটিকে বড় করে দেখিয়ে প্রাস্টার করা পায়ে হুইলচেয়ারে বসে নির্বাচনী প্রচার চালানো হয়। এদিন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করে বলেন, গোটা ঘটনাটি নির্বাচনের আগে ‘সিন্‌স্যাথি কার্ড’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, সেই সময়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

এক সাংবাদিক জানতে চান, এর

অর্থ কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিলেন? জবাবে শুভেন্দু সরাসরি কোনও মন্তব্য না করে বলেন, ‘এখন বেশি কিছু বলব না। গতকাল যা বলেছিলাম, তার সমর্থনে একটি প্রমাণ দেখালাম। বাকি ৯ তারিখের পর জানাব।’

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ১০ মার্চ নন্দীগ্রামে নির্বাচনী প্রচারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পায়ে চোট পান। তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে প্রাস্টার করা পায়ে হুইলচেয়ারে বসেই তিনি নির্বাচনী প্রচার চালান। সেই সময় ঘটনাটি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি

হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং পরিকল্পিত হামলার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়। এবার সেই ঘটনারই নতুন করে তদন্তের কথা জানিয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, নন্দীগ্রামে মমতার পা ভাঙার যে ছবি মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, তার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার পার্থক্য আছে। তাঁর হাতে থাকা মেডিক্যাল রিপোর্টই সেই দাবির গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বলেও তিনি শনিবার জানান। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হল।

গুজরাতের পর বাংলাতেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুজরাতের পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি চালু করার পথে রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনেই বাংলায় এই আইন আনা হবে। ইতিমধ্যেই ইউসিসি বিলের খসড়া নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

সম্প্রতি গুজরাতের ইউসিসি বিলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু সম্মতি দেন। ১৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর গুজরাত দেশের দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে ইউসিসি কার্যকর করার পথে এগিয়েছে। এর আগে উত্তরাখণ্ডে এই আইন



চালু হয়েছে। সহজ ভাষায়, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে ধর্ম বা সম্প্রদায় অনুযায়ী আলাদা পারিবারিক আইনের বদলে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সকলের জন্য একই নিয়ম চালু হবে। বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক এবং অভিভাবকত্বের মতো বিষয় এই আইনের আওতায় আসবে। উত্তরাখণ্ডের ইউসিসিতে বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং লিভ-ইন সম্পর্কের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম করা হয়েছে। সেখানে লিভ-ইন সম্পর্ক নথিভুক্ত করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। একইভাবে গুজরাতের আইনেও বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, দত্তক এবং লিভ-ইন সম্পর্কের বিষয়ে অভিন্ন নিয়মের কথা বলা হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী ও সংবিধানের বিশেষ সুরক্ষাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীকে এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছে।

ব্রাজিলের কাছে ৪ গোল খেল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ম্যাচে লড়াই করেও বড় ব্যবধানে হারল ভারত। সিনিয়র পুরুষ ফুটবলে প্রথম বার ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়ে খালিদ জামিলের দল ০-৪ গোলে পরাজিত হয়েছে। ম্যাচে ভারত বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে মনবীর সিং এবং রায়ান উইলিয়ামসের সামনে গোল করার সুযোগ এলেও তা কাজে লাগেনি। অন্য দিকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ব্রাজিল চারটি গোল তুলে নেয়।

শুরু থেকেই অবশ্য ব্রাজিল আক্রমণে চাপ তৈরি করেছিল। ১ মিনিটেই বাঁ দিক থেকে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের নিচু ক্রস বিপজ্জনক ভাবে ভারতের বক্সে ঢুকে পড়ে। থাপা দ্রুত পিছিয়ে এসে বল ক্লিয়ার করেন। ৮ মিনিটে আবার ভিনিসিয়াস আবেশকেকে কাটিয়ে শট নেন। গুরুপ্রীত সিং সান্দ্রু দুর্দান্ত সেভ করে বল কর্নারের জন্য পাঠান। সেই কর্নার থেকেই মারকিনিয়োস হেড

হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং পরিকল্পিত হামলার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়। এবার সেই ঘটনারই নতুন করে তদন্তের কথা জানিয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, নন্দীগ্রামে মমতার পা ভাঙার যে ছবি মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, তার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার পার্থক্য আছে। তাঁর হাতে থাকা মেডিক্যাল রিপোর্টই সেই দাবির গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বলেও তিনি শনিবার জানান। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হল।



ছবি: আদিত সাহা

করার সুযোগ পেলেও বল লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। ভারতও পাল্টা আক্রমণে সুযোগ তৈরি করেছিল। ৫ মিনিটে বাঁ দিক দিয়ে আশিকের সামনে ভালো সুযোগ এলেও তাঁর ক্রস ঠিকঠাক হয়নি। ১৩ মিনিটে মনবীর বল নিয়ে বক্সে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। ১৫ মিনিটে বিজয়ের বাড়ানো লম্বা বল ধরে মনবীর গোলের সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু মারকিনিয়োস শেষ মুহূর্তে পিছন থেকে এসে বল কেড়ে নেন। ১৭ মিনিটে মনবীর দূর থেকে শট নিলেও সেটি গোলের বাইরে চলে যায়।

২৮ মিনিটে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। ডান দিক থেকে বল নিয়ে বক্সের সামনে পৌঁছে বাঁ পায়ে জোরাল শট নেন এস্তেভাও। গুরুপ্রীত বলের কাছে পৌঁছলেও তাঁর হাতে লেগে বলের গতি বদলে যায় এবং সেটি জালে জড়িয়ে যায়। ১০ পিছিয়ে পড়ে ভারত। ৩৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়তে পারত। ডান দিকের ক্রস থেকে পেন্দ্রোর হেড সরাসরি বাড়ানো বল থেকে উইলিয়ামস প্রথম স্পর্শে শট নেন। কিন্তু বল ডান পোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই গোলমিসই যেন ম্যাচে ভারতের শেষ বড় সুযোগ হয়ে দাঁড়ায়।

৫৮ মিনিটেই অবশ্য ব্রাজিল তৃতীয় গোল করে ফেলেছিল। ভারত খেলা থেকে বল নিয়ে আক্রমণ তৈরি করতে গিয়ে ভুল করে। বিজয়ের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে স্যামুয়েল লিনো এগিয়ে যান। এরপর সময় নিয়ে বাঁকানো শটে প্রভুসুখকে পরাস্ত করেন তিনি। ৮৪ মিনিটে এগ্রিকও গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর শট বাইরে চলে গেলেও অফসাইডের পতাকা উঠেছিল। ৯১ মিনিটে ভান্দেব্রসনের জোরালো শট প্রভুসুখন ভালো সেভ করে আটকান।

তবে শেষ রক্ষা হয়নি। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে ফের গোল করেন লিনো। বাঁ দিক দিয়ে একাধিক ভারতীয় খেলোয়াড়কে এড়িয়ে বক্সে ঢুকে পড়ে জোরালো শট নেন তিনি।

৮৫ পদক জিতে এশিয়াডে চার নম্বরে শেষ করল ভারত

সোনা এল ক্রিকেট ও পুরুষদের হকিতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ হয়ে গেল ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস। জাপানে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত চার নম্বরে শেষ করল ভারত। শীর্ষে চিন। দ্বিতীয় স্থানে জাপান। তিন নম্বরে দক্ষিণ কোরিয়া। তবে দুদিন আগেও মনে হচ্ছিল, ভারত প্রথম দশের বাইরে শেষ করবে। শেষ তিন দিনে অনেকটা এগোল ভারত।

এ বারের এশিয়ান গেমসে ভারত মোট ৮৫টি পদক জিতেছে। তার মধ্যে ২১ সোনা, ২৭ রূপা ও ৩৭ ব্রোঞ্জ। গত বার এশিয়ান গেমসে ভারত মোট ১০৬ পদক জিতেছিল। তার মধ্যে ২৮ সোনা, ৩৮ রূপা ও ৪০ ব্রোঞ্জ। সেটিই ছিল এশিয়াডে ভারতের সেরা পারফরম্যান্স। দ্বিতীয় সেরা পারফরম্যান্স এল এ বার।

বিশ্বকাপ হোক, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এশিয়া কাপ কিংবা এশিয়ান গেমস মঞ্চ বদলেছে, প্রতিপক্ষ বদলায়নি। আর বদলায়নি ফলাফলও। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামলেই যেন অন্যরকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামে ভারত। জাপানের মাটিতে

এশিয়ান গেমসের ফাইনালেও তার ব্যতিক্রম হল না। ব্যাট হাতে অভিষেক শর্মা ও উলক বর্মার ঝড়ের পর বল হাতে নিয়ন্ত্রিত পারফরম্যান্সে পাকিস্তানকে ১৯ রানে হারিয়ে ক্রিকেটে সোনা জিতে নিল শ্রেয়াস আহিয়ারের ভারত। অন্যদিকে, এশিয়ান গেমসে ফির মঞ্চে নতুন ইতিহাস লিখল ভারত। শুক্রবার মহিলা দলের ৪৪ বছর পর সোনা জয়ের পর শনিবার পুরুষ দলও স্বর্ণপদক নিশ্চিত করল। ফাইনালে মালয়েশিয়াকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে টানা দ্বিতীয় বার এশিয়ান গেমসে চ্যাম্পিয়ন হল ভারতীয় পুরুষ হকি দল। একই আসরে পুরুষ ও মহিলা; দুই দলই সোনা জেতার নজির এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে এই প্রথম।

সেবা সেতু শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী, ভবানীপুরে
খতিয়ে দেখলেন সরকারি পরিষেবার কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:

সেইবেলা যখনসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে (কলকাতা) নিজে বসে শিবির পরিদর্শন করতেন তখনই মুখ্যমন্ত্রী শনিবার জয় হিন্দ ভবনেও আয়োজিত এই শিবিরে গিয়েছিলেন। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেখাওয়ার জন্য কলকাতা কী কী কাজ হচ্ছে, তাও খতিয়ানে তালিকাভুক্ত করে দেখছেন তিনি। যে কোনও প্রকল্পে নির্ধারিত ব্যোগ্যতা কাজ সন্তোষজনক হলেও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে কেউ যাতে বাদ না পড়েন, সেই বিষয়ে এদিন আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ২ বছরে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত রাজাজুড়ে চলছে তিন দিনের বিশেষ সেবা সেতু অভিযান। বিভিন্ন শ্রমিক প্রকল্পের সুবিধা পেতে এই শিবিরে সরাসরি আবেদন করা যাচ্ছে। কোনও নিম্নশিক্ষিত অসুস্থ আবেদন করার পরেওও সুবিধা না পাওয়া গেলে সেইভাবে অভিযোগও জানানো যাবে শিবিরে। রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা



আবেদনকারীর অভিযোগ ও
আবেদন খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান
মুখ্যমন্ত্রী।

ভবানীপুরের জয় হিন্দ ভবনের
শিবিরে মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনকে

কেন্দ্র করে একই সঙ্গে শিবিরে উপস্থিত প্রশাসনের পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলের নজরও ছিল। কলকাতা পুরসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গাতেও সেবা সেতু শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শহরে মোট ৫৪টি

শিবির চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। প্রথম দিনেই এই শিবিরগুলিতে ২৮ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্মিতা পাণ্ডে। এছাড়াও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার

কেত্রে কোথোও সমস্যা হলে সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি প্রশাসনের কাছে তা জানাতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন। এতে আবাসন, সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবাও প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকছে।

ফলে এক জাগরণে একাধিক পরিষেবার জন্য আবেদন করার সুবিধা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। শনিবার ভবানীপুরের শিবির ঘুরে মুখ্যমন্ত্রী আবেদনকারী ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও বলেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, সরকার প্রকল্পের নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করলে কোনও মানুষকে সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। শিবিরগুলিতে জমা পড়া আবেদন এবং অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির উপরও বিশেষ জোরে দেওয়া হচ্ছে।

নজরুল মহোৎসবের খরচে ৩৭
লাখ থেকে ১.৪৪ লাখ! ইন্দ্রনীলের
বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ



এই অভিযোগ জানানো হবে। তাঁদের মাথায় শিশির মধুরের তৎকালীন অধিকারিকর তপন তরফমার নামও আছে। এক্ষেত্রে অভিযোগের খিত্র মূলত অন্তর্জাতের জাতি টাক খরচের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন খাতের দেওয়ের অর্থের হিসাব খতিয়ে দেখানো দাবি জানানো হয়েছে।

যদিও ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে দুর্নীতীতে অভিযোগ অংশা এই প্রথম নয়। এর আগেও দুর্গাপুজোর পালক বৈত্রিক, 'বাংলা মামের গর্ব' পালক সেনের সন্তোষ অনিয়ম এবং সরকারি অর্থের নয়ছয় নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। ওই সময়ে অভিযোগের সুত্রের একই কেন্দ্রীয় রাজা দুর্নীতি দমন কমিশনও কিছু অভিযোগের তদন্ত করেছে।

ইন্ডিয়ান দাবি, ইউনেসকোব নামে
আয়োজিত দুর্গাপ্রাণের প্রতিক্রিয়া
শোয়ের পাস বিক্রিত টাকার তৎকালীন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের
আ্যকউন্টেও পাঠানো হয়ে। যথিগত
ইন্ডিয়ান সেনের বক্তব্য, সেই অর্থ
রায়ালটি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল
তবে নজরুল মহোৎসবের খরচ
নিয়ে নতুন অভিযোগ সামনে
আসতেই রাজ্যেভিত্তি চাপানউতোর
শুরু হয়েছে। বিজেপির রাজ্য
সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কটাক্ষ করে
বলেন, দুর্নীতি আর তৃণমূল সার্থক
মুখ্যমন্ত্রীর দীলীপ ঘোষও প্রাক্তন
মুখ্যমন্ত্রীর নিশানা লাগবে। তার
বক্তব্য, নিজেছে সততার প্রতিমূর্তি
হিসেবে তুলে ধরে অনারের ফাঁসিয়ে
দেওয়ার কৌশল বেশি দিন চালাবে
না। এখন নজরুল মহোৎসবের
বছরের খরচেই এই বিপুল ফারাকের
নৈপথ্য কি তথ্য আরো, তা সরকারি
নথিও হিসাব খতিয়ে দেখে এর কি
ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, স্টেটই দেখার

‘রাষ্ট্রের সংরক্ষণের কেন্দ্রে হিন্দুত্ব’,
দেশের ইতিহাস নিয়ে সর্বব রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন হিন্দু, ভারতীয় সভ্যতা এবং দেশের রাজপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি শ্রঙ্কবাব, ২ অক্টোবর একটি বৈশ্বসংসদী স্কুলের অডিটোরিয়ামে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে অশোক সিংহলের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সভাপত্য থেকে রাজপাল বলেন, রাষ্ট্রের স্বরূপের একেই বোঝে হিন্দু। তার বক্তব্যে উঠে আসে দেশের ইতিহাসকে নতুন করে দেখার প্রয়োজনীয়তা কথাও এই অনুষ্ঠানে রাজের পূর ও নগরায়ন মন্ত্রী অমিত্রা পাল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ছেল্লি প্রমুখ অজয় পালের উপস্থিতি ছিল। রাজপাল তার বক্তব্যে হিন্দুদের পরিসর নিয়েও নিজের ব্যাখ্যা শুধু তার কথা, 'হিন্দু' বলতে কোন কোনও একটি গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষের মধ্যে এই পরিচয়ের মধ্যে পড়েন। তার দাবি, হিন্দুদের পরিসর এতটাই বড় যে সেখানে কাউকে বাইরের মানুষ হিসেবে দেখার জায়গা নেই। পাশাপাশি ভারতের ইতিহাস নিয়েও সর্ববহন রাজপাল। তাঁর অভিযোগ,



হইরেজ, পূর্বাগিজ, ফারাসি এবং
শুনিয়া ইলাকাৰী শক্তি বুঝেছিল।
বিপ্লু সামৰিক শক্তি দিয়ে এওঁ
দেশকে দীৰ্ঘদিন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা সফল
কৰা। তাই ভাৰতীয় সমাজকে দুৰল
কৰাৰ জন্য অন্য পদ নেওায়
হয়েছিল। তাঁৰ দাবি, এৱেঁ অংশ
পৰিসংকে ভাৰতৰ ইতিহাসকে
পৰিকল্পিত ভাবে বিকৃত কৰা হয়
এবং ভাৰতীয়সকলৰ মাজে নিজেদে
সভ্যতা নিয়ে ইীনমনাত তৈৰি কৰাৰ
হৈছিল। হেমেস। এওঁ প্ৰসঙ্গে
চিহ্নিতহাসবিদ জেমস মিলেৰ কথাও
উল্লেখ কৰেন ৰাজপাল। তাঁৰ
বক্তব্য, অস্টাদ শাৰীৰ শেহাওদ
কণ্ডে উদ্ভিশ শতকৰ গোড়াকি
জেমস মিলেৰ মাধ্যমে ভাৰতকে

ইতিহাসকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছিল। রাজাপুরের অভ্যোগে, সেই ইতিহাসে ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দুধর্মকে দুর্বল করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এছাড়াও রাজাপুর বেদে, দেশের অতীতকে কীভাবে বলা হবে, তা নিয়ে নতুন করে ডাবার সময় এসেছে। ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সেই প্রশ্নও তিন সামনে তুলে আনেন। তাঁর বক্তব্যে, নিজস্বের অতীতকে নতুন চোখে দেখার পাশাপাশি ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলিও খতিয়ে দেখা অতি প্রয়োজনীয়।

মমতা যতদিন বাঁচবেন,
ততদিন প্রাক্তন
থাকবেন: অর্জুন সিং



নিজেস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৎকালীন ব্যারাজি যতদিন বাচবে, তৎকালীন প্রাক্তন থাকবে। শনিবার ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে গিলিগঞ্জ সিংগিটের গুটে এয়োজিত কণ্ঠে সমাজ, সর্বজনীনতা এবং কৃষকসেবাপন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এমনটাই হইবে।

বর্তমান রাজ্যের পরিবর্তন ও শ্রমিকসংগঠনের স্ত্রী অর্জুন সিং। তার অভিযোগ, এই কারখানায় শ্রমিকগণের কয়েকজন গুণ্ডা হিঙ্গারি দলকে ভয় দেখিয়ে ওরা কর্মসূচি ভাঙে রেখেছে। ওরা

যাত্ৰে কপালকোষে ঢুকতে না পারে,
কাত্তে পৰকাশে সেই বাবুশ কহতে হবে।
মন্ত্ৰী বলেন, বাজজমানা এং বাবুশুল
জমানায় এখানে শ্ৰমিকরা ন্যায্য
পাওনা-গন্ডা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।
শ্ৰমিক ডবল ইঞ্জিন বন্দিদের আমলে
শ্ৰমিকা সমস্ত কিছুই পাবেন। উক্ত
কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন
বিজেপির কলকাতা উদ্যোগ শহরতলি
জেলার সভাপতি চট্টোঙ্গর রায়,
বিজেপির ব্যারাকপুর-৪ মণ্ডল
সভাপতি সত্যোষ সিং, চিকিৎসক
সেলের ডঃ চন্দ্রমণি স্কল্লু-সহ
বিশিষ্টজনেরা।

পুজোর আগে কলকাতায় বেসরকারি
হাসপাতালে দমকলের বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:
বুর্সাপুজোর আগে কলকাতাতার
বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে
অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে নিয়ে
দেখতে বিশেষ অভিযান শুরু করল
দমকল দপ্তর। আচমকা আগুন
লাগলে হাসপাতালের পরিকাঠামো
এবং কর্মীরা কতটা দ্রুত পরিস্থিতি
সমালোচনা পারবে, তা সরেজমিনে
পরীক্ষা করা শুরু হবে। ইতিমধ্যে
বেলভিউ ও উডল্যান্ডস হাসপাতাল
ছাড়াও সিএমআরআই, কোর্টারি
রুবি এবং ডিসান-শ শহরের
একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে
পরিদর্শন করেন দমকল দপ্তরের
অগ্নিনিরাপত্তা। এইক্ষেত্রে শুধু
আগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা
করেই তারা ফিরে আসবেন না।
হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় থাকা
অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা আদৌ বাস্তবে
কতটা কাজ করছে, তাও যাচাই করে
দেখা হচ্ছে।

দশম হাসপাতালের বেশেমতই পান্থিক পরিবেশ।
থাকা ফায়ার কন্ট্রোল রুম, জলকল
সময় ব্যবহারের পাম্প, মেটর, ফায়ারার
অ্যালার্ম এবং শোক ডিটেক্টরসহ
পরীক্ষা করে দেখা যাে কোনও সমস্যা
আছে কি না, বিপদের সময়সময়
সেটি ঠিকমত কাজ করবে কি
তা হাতে-কলমে যাচাই করছেন
দমনকলী। এই পরিদর্শন থেকে
অনির্ণারিত সিলিভারগুলিও
যাচ্ছে না। সিলিভারের ভিতরের
রাসায়নিকের মতো উত্তীর্ণ হয়েছেন
না এবং সেগুলি জরুরি সময়ে
ব্যবহারের উপযুক্ত অবস্থা
হাসপাতাল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে
এছাড়াও হাসপাতালের
নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যান্য কামের
কর্মীরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন
আগুন লাগার পর দমনকলী
পৌঁছানোর আগেই যেন প্রাথমিক
ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে জন্য
ফায়ারার খুলাত হবে
হোস পাইপ কীভাবে খুলাত হবে

হাস্যে দিয়ে অনুশীলন করানো হচ্ছে। এছাড়াও হাস্যপাতালে রোগীরা শিখেন। হাস্যপাতাল কার্য বিষয়িক এবং বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আগুন লাগলে সাধারণ রোগীদের পাশাপাশি অসুস্থ রোগীদের এবং অপারেশন থিয়েটারে থাকা রোগীদের ভীড়বো নিরাপদে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে, তার মহড়াও করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে যাতে হাস্যপাতাল পরিস্থিতি আরও জটিল না হয়, সেই বিষয়টিও মহড়ায় দেখা হচ্ছে। এই পরিদর্শনে অগ্নিনিরাপত্তা বাবস্থায় কোনও ক্রটি ধরা পড়লে হাস্যপাতাল কর্তৃপক্ষকে তা দ্রুত ঠিক করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পুজোর সময় হাস্যপাতালে রোগীর চাপ বাড়তে পারে। সেই কারণে আগুনের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই বিষয় পরিদর্শন বলে দমকল সূত্রে জানান

গোলঘর অধিবাসীবৃন্দের
পুজোয় এবার নজর কাড়বে
সাউন্ড-লাইটের খেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর পল্লীর গোলঘর পার্কে অধিবাসীবৃন্দের পূজা এলাহাবাদে ৬৮তম বর্ষে পদার্থ করেছে। পূজারিগণের কোলে অবস্থিত বিখ্যাত কুম্ভনাথ মন্দিরের আদলে শংখপাঙ্গিয়ে তোলা হচ্ছে। বরফচাকার পাহাড়ের গুহা এবং চারপাশের পরিবেশে নিষ্ঠাবান ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। পূজো উদযোজনের দাবি, শ্রদ্ধা ভানবার আড়ালে এবার নগরপুজার লাইট-সাঁউন্ডে শোলা। পূজারিগণের লক্ষ্যে বিবাহিণী মণ্ডল জানান, পুজুরা যিম্মা কুম্ভনাথের মন্দির হলেও, এতকালের অন্য আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলা হলো চেষ্টা। এখানেই তোলা লাইট-সাঁউন্ডের প্রবেশন থাকবে। কুম্ভনাথের বিগ বাজেটের পুজোয় যখন সিনেমাকি বিশ্ব তুলে ধরবে, তখনমবার লাইট-সাঁউন্ডের শোনার



মাধ্যমে সিনেমাটিক বিষয় ফুটিয়ে
তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুজো
কমিটি সঙ্গীতের পাশাপাশি রীতশ্রেণী কুমার সিং
জানান, শিল্পাঙ্গনের বৃক্ক এবার
তাদের পুজো নজর কাড়বে। প্রখ্যাত
শিল্পী অনামায়া থিম ভাবনা ফুটিয়ে
তোলার চেষ্টা করছেন। রীতশ্রেণী
জানান, পঞ্চমীর দিন পুজোর
উদ্বোধন করবেন রাজ্যের পরিবহণ
ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং।
উপস্থিত থাকবেন ভাটপাড়ার
জনপ্রিয় বিধায়ক পবন কুমার সিং।



চলছে মায়ের
সাজসজ্জা।
কুমোরটুলিতে
অদिति সাহার
তোলা ছবি।

চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবিতে কলকাতায় সাধু-সন্ন্যাসীদের বিক্ষোভ, উপ-হাইকমিশনের সামনে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:

বাংলাদেশে বন্দি চিন্ময় প্রভুর
অবলম্বে মুক্তির দাবিতে শনিবার
ফের কলকাতায় পথে নামলেন
সামু-সন্ধ্যাও বিভিন্ন হিন্দুবাদী
সংগঠনের সদস্যরা। এদিন
শিখারহাউস থেকে মিল্লিক করে
হাইকোর্টের বাংলাদেশ উপ
বাইকমিশনের সামনে পৌঁছান তারা।
সেখানে আগে থেকেই পুলিশ
ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল।
যেইদি মিল্লিক অংশগ্রহণকারীরা
সেই ব্যারিকেড পেরিয়ে এগোনোর
চেষ্টা করলে পুলিশের সদস্য

প্ৰত্যাহ্বিত শুরু হয়। পৰে
 গু-হাইকিমৰগেনৰ সামনেৰে ৰাষ্ট্ৰ
 স্তাণ্ডাৰ্টেই বসে পঠেনে সন্মাহীৰী।
 এৰপৰাই শুক হয় অবস্থান বিক্ষোভ।
 ও ঐষ্টেম্বেৰেৰে এই কৰ্মসূচিতে
 একাধিক সংগঠনেৰে সদস্যদেৰে
 উপস্থিত দেখতে পাওয়া যায়।
 ৰাজনৈতিক দল ন্যাশনালিষ্ট
 এনিসিজেণ প্ৰাই অফ ইণ্ডিয়া বা
 এনিসিজেণ প্ৰাই অফ ইণ্ডিয়া
 ব্যান্যৰ নিয়ে এদিনেৰে এই মিছিলে
 যোগ দনে। মিছিলে উপস্থিত
 বিক্ষোভকৰীদেৰে বক্তব্য, চিময়
 অস্ত্ৰৰ মুন্দিৰ দাবিতে বাংলাদেশ



উপ হাইকমিশনে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার জন্যই তাঁরা এসেছেন।

তবে পুলিশ তাঁদের সেখানে যেতে
দেয়নি। এই প্রসঙ্গে

এনসিপিআইয়ের রাজ্যস্তরের নেতা
সুব্রত রায় বলেন, চিন্ময় প্রভুকে

সারকারের পতনের পর মুহম্মদ ইউসুফের অন্তর্ভুক্তি সাকার এবং পরর্তী সময়ে সরকার, কোষা সময়েই তাঁকে জামিন দেওয়া হয়নি। চিন্ময় প্রভুর মায়ের মৃত্যুও কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঐক্যদিনের বিক্ষোভে উঠে আসেন বিক্ষোভকারীদের দাবি, অসুখ মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য তাঁর পারোলে মুক্তি আবেদন খারিজ করা হয়েছিল। পরে তাঁর মায়ের মৃত্যু হলে বাড়ি পাঁচ ঘণ্টার জন্য চিন্ময় প্রভুকে সাময়িক ভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনাতে খিত

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফোর্ড প্রকাশ করেন বিক্ষোভকারীরা। শনিবারের একই মিছিল বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সামনে হোঁচমোরে পূর্ণ পরিষ্টিত উদ্ভগুগে গেয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পরে সন্ধ্যাসীরা রাত্তায় পড়ে গেলেন। চিমায় প্রভু মুক্তির দাবিতে স্লেগান দিয়ে থাকেন তাঁরা। যদিও স্মারকলিপি জমা দেওয়ার অনুমতি না পাওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান।

সম্পাদকীয়

জিএসটি আদায়ের অঙ্ক নিয়েও চলছে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা

উৎসব মরশুম শুরু হতেই বড়সড় লাফ দিয়েছে জিএসটি সংগ্রহের অঙ্ক। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য বলছে, সদ্য শেষ হওয়া সেপ্টেম্বর মাসে জিএসটি আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৩ হাজার ৫২১ কোটি টাকায়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় যা প্রায় ১৪.৭ শতাংশ বেশি। এই নিয়ে চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ৬ মাসেই জিএসটি বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা পড়েছে ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা। আগের বছরের তুলনায় যা প্রায় ১১.৬ শতাংশ বেশি। সেপ্টেম্বরে রিফান্ডের পরিমাণ ৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজার কোটি টাকায়। কেন্দ্রের পেশ করা এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই এক শ্রেণির আমলা ও বিশেষজ্ঞরা আসরে নেমে পড়েছে। শুরু হয়েছে জিএসটির অঙ্ক নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা। একদা মোদি সরকারেরই আমলা তথা প্রাক্তন অর্থসচিব সুভাষচন্দ্র গর্গ জিডিপির পর এবার জিএসটি বৃদ্ধি নিয়েও নানা প্রশ্ন তুলছেন। সেই সঙ্গে সরকার যে সাফল্যের দাবি করেছে সেটা যে বাস্তবে এতটা নয়, এটা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন তিনি। তাঁর পালটা দাবি, আদতে গত মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে যে অঙ্কের টাকা জিএসটি বাবদ জমা পড়েছে, তা মাত্র ২.৯২ শতাংশ। এই তথ্য তুলপ ধরে তাঁর পালটা দাবি বাস্তবে জিএসটি আদায় কমে গিয়েছে। সরকারের দাবির অসাড়া প্রমাণে তিনি কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সিজিএসটি, অ্যাজিএসটি এবং সেস হল কেন্দ্রীয় সরকারের। বাকিটা রাজ্যের। রাজ্যের আদায় করা সেই জিএসটিকে জুড়ে দিয়ে কোষাগারে আসা টাকার অঙ্কে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। এমন দাবি করেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন আরও কিছু প্রাক্তন আমলা। সব মিলিয়ে জিএসটি নিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে জনমানসে এইভাবে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন এভাবে জিএসটি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা? নেপথ্যেই বা কারা? জিএসটির অঙ্ক কম প্রমাণ করতে পারলে সেটা দেশের অর্থনীতির অধগতিকে বোঝায়। বোঝাই যাচ্ছে সেই চেষ্টা কারা করছে!

শব্দছক ২৮৪										রবি দাস
১	২		৩	৪					৫	
৬		৭						৮		
				৯						
	১০		১১					১২		
১৩			১৪		১৫					
	১৬								১৭	
১৮				১৯	২০					
		২১			২২					

পাশাপাশি: ১. নুতা ৩. উত্তর ৬. ভুলবকা ৮. রীতি ৯. সাময়িক যতি ১০. হাতার মত ছোট বাসন ১১. অবস্থা ১৩. কলুষ ১৪. মড়ক ১৬. হীরা ১৮. দৌলত ১৯. শ্রীরাধার এক প্রিয় সখী ২১. অসাধ্য দমন ২২. ঢাকা-আন্তরণ

ওপর-নিচ: ১. জনযান (জাহাজ) চালানায় যুক্ত ব্যক্তি ২. চলন ৪. সাইজ বড় আকারের লেবু ৫. মুখে উচ্চারিত বক্তব্য ৭. সর্বোচ্চ ৮. দরোয়ান ১০. চাপ-শূন্য ১১. চমকে যাবার মতো ১৫. সাঁওতালি নৃত্যে ঢোলক ১৭. শক্তি ১৮. আয়ত্ত্ব করা ২০. লেখনী

সমাধান ২৮৩ — পাশাপাশি: ১. বিভাজন ৪. মদিরা ৬. চাষা ৭. বাগান ৮. অন্ন ৯. কান ১০. কপাত ১২. বিরহি ১৪. শালিত ১৫. দলমা ১৭. ঢাক ১৮. মান ১৯. মনন ২০. বাবা ২১. রসাল ২২. তড়িঘড়ি

ওপর-নিচ: ১. বিচারক ২. ভাষা ৩. নবান্ন ৪. মন ৫. রাজন ৮. অতল ৯. কহিল ১১. পোশাক ১৩. রদন ১৬. মামাবাড়ি ১৭. চামার ১৮. মানত ১৯. মল ২০. বাঘ

আজকের দিন

■ **১৯১০** — পর্তুগালে বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং দেশটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

■ **১৯৯২** — মোজাম্বিকের দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে রোম জেনারেল পিস অ্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়।



জন্মদিন

১৯৭৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোহা আলি খানের জন্মদিন*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পাওলি দামের জন্মদিন।*
১৯৯৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋষভ পন্থের জন্মদিন।*

খবর পড়ুন



মাথার উপর এবার পাকা ছাদ চটকল শ্রমিকের স্বপ্নের আবাসন, নতুন উদ্যোগ

কণাদ দাশগুপ্ত

শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যায়, তার পরিশ্রমের গন্ধও একদিন পুরনো হয়ে যায়। কিন্তু একটি মানুষের মাথার উপর ছাদের প্রয়োজন কখনও পুরনো হয় না। চটকলের সেই মানুষগুলির কাছে ‘বাড়ি’ তাই কোনও বিলাসিতা নয়; এটি নিরাপত্তা, আত্মসম্মান, সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং শেষ বয়সে একটু নিশ্চিন্তে চোখ বোজার অধিকার। সেই অধিকারকে বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। মাত্র ৫০ হাজার টাকা দিয়ে চটকল শ্রমিকের পরিবারের হাতে পাকা ফ্লাট তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিছক আবাসন প্রকল্প নয়, বহু বছরের অপেক্ষার দিকে এগিয়ে যাওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

দীর্ঘদিন ধরে বহু চটকল শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার বসবাস করছেন পুরনো, জীর্ণ শ্রমিক কোয়ার্টারে। সেই ঘরের দেওয়ালে শুধু বয়সের দাগ নেই, আছে এক শিল্পাঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাস। কোথাও ছাদ চুইয়ে জল পড়ে, কোথাও ভাঙা জানলা দিয়ে হাওয়া ঢোকে, কোথাও একটি ছোট ঘরেই গাদাগাদি করে বেড়ে ওঠে এক প্রজন্ম। কর্মজীবনের বিনিময়ে যারা শিল্পের ঢাকা ঘুরিয়েছেন, তাঁদের নিজেদের জীবনে একটি নিরাপদ ঠিকানা আজও অনেকের কাছে অধরা। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের ঘোষণার তাৎপর্য তাই সখ্যার চেয়ে অনেক বড়।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান ২.০-এর ‘অ্যাক্সেলেবল হাউজিং ইন পার্টনারশিপ’ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক ভাবে উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলিতে এই উদ্যোগ শুরু হচ্ছে। শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই প্রায় আট হাজার শ্রমিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আবেদন যোগাই করে যোগ্যদের তালিকা তৈরি হবে। অর্থাৎ প্রথম দরজাটি খুলেছে, এখন প্রয়োজন সেই দরজা দিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের পৌঁছে দেওয়া।

হিসাবটি শুনতে অবিস্বাস্য। একটি ফ্ল্যাটের আনুমানিক খরচ ৫.৫০ লক্ষ টাকা। কেন্দ্র দেবে ১.৫০ লক্ষ, রাজ্য ২.৭৯ লক্ষ। সুবিধাভোগীর অংশ মাত্র ৫০ হাজার টাকা। বাকি প্রায় ৭১ হাজার টাকা বহন করবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা। যে শ্রমিক পরিবারের কাছে কয়েক লক্ষ টাকা জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব, তার কাছে ৫০ হাজার টাকাও কম নয়। কিন্তু সেই টাকায় যদি মেলে নিজের নামে একটি পাকা ঘর, তবে সেটি খরচ নয়; একটি জীবনের সঞ্চয়।

শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের ঘোষণায় অবশ্য আরেগের পাশাপাশি রয়েছে স্পষ্ট যোগ্যতার শর্ত। পরিবারের বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকার বেশি হলে চলবে না। আবেদনকারী বা পরিবারের কোনও সদস্যের নামে দেশের কোথাও পাকা বাড়ি থাকা যাবে না। গত ২০



শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের ঘোষণার আসল মূল্য তাই ৫০ হাজার টাকার অঙ্কে নয়। মূল্যটি নিহিত রয়েছে সেই মুহূর্তে, যখন বহু বছরের জীর্ণ কোয়ার্টার ছেড়ে কোনও শ্রমিক পরিবার নতুন দরজার সামনে দাঁড়াবে। দরজাটি খুলবে। ভিতরে থাকবে দুটি ঘর। থাকবে রান্নার গন্ধ, শিশুর পড়ার শব্দ, বৃদ্ধ মানুষের নিশ্চিন্ত ঘুম।

বছরে কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনও আবাসন প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া থাকলেও আবেদন করা যাবে না। অর্থাৎ লক্ষ্য একেবারে নির্দিষ্ট; যাঁদের সতিহই মাথা গোঁজার নিরাপদ জায়গা প্রয়োজন, তাঁদের কাছে যেন সুবিধাটি পৌঁছয়।

প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটও কেবল নামমাত্র আশ্রয় নয়। ৩০ থেকে ৪৫ বর্গমিটার কাপেট এরিয়া, দুটি ঘর, রান্নাঘর ও শৌচাগার; একটি পরিবারের স্বাভাবিক জীবনের ন্যূনতম পরিসর। জিত্ত ভবনে প্রতি তলায় চারটি করে মোট ১৬টি ফ্ল্যাট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। হয়তো বড়লোকের চোখে এই ঘর ছোট। কিন্তু যে পরিবার বছরের পর বছর জীর্ণ কোয়ার্টারের অনিশ্চয়তায় থেকেছে, তার কাছে এই ছোট ঘরই হতে পারে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা।

আরও গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রকল্পের নকশায় দুর্বলতার দিকে তাকানোর চেষ্টা রয়েছে। বিধবা, একক মহিলা,

প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, রূপান্তরকামী এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি, সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী পরিবারের জন্য নিচতলার ফ্ল্যাটের অগ্রাধিকারও থাকবে। অর্থাৎ শুধু ‘কতগুলি বাড়ি’ নয়, ‘কার জন্য আগে’; সেই প্রশ্নটিও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগনায় ভাটপাড়া, টিটাগড় ও কামারহাটি পুরসভাকে জমি চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। হুগলিতে হবে বিশেষ আবেদন শিবির। শ্রম দফতর, জেলা প্রশাসন, পুরসভা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং চটকল কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে তৈরি হবে যোগ্য শ্রমিকের তালিকা। এখানেই আসল পরীক্ষা। কারণ সরকারি ঘোষণার আলো থাকে মঞ্চে, কিন্তু তার সাফল্য মাপা হয় মঞ্চের বাইরে; যেদিন কোনও শ্রমিকের হাতে

সতিহই নতুন বাড়ির চাবি ওঠে।

সূতরাং শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের এই উদ্যোগের সামনে এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বাস্তবায়ন। জমি চিহ্নিতকরণে দীর্ঘসূত্রতা চলবে না, যোগ্যতার তালিকায় স্বজনপোষণ ঢুকবে না, নির্মাণের মানে আপস করা যাবে না। ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে যে স্বপ্নের কথা বলা

হচ্ছে, সেই স্বপ্নের দেওয়ালে যদি পরে ফাটল ধরে, তবে শুধু একটি বাড়ি নয়, মানুষের আস্থাও ভাঙবে।

চটকলের সাইরেন বহু শ্রমিকের জীবনকে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বেঁধে রেখেছে। সেই শ্রমের বিনিময়ে তাঁদের প্রাণ্য শুধু মজুরি নয়, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার একটি অবকাশও। একটি পাকা ঘর সেই সম্মানের সবচেয়ে দৃশ্যমান চিহ্ন হতে পারে।

শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের ঘোষণার আসল মূল্য তাই ৫০ হাজার টাকার অঙ্কে নয়। মূল্যটি নিহিত রয়েছে সেই মুহূর্তে, যখন বহু বছরের জীর্ণ কোয়ার্টার ছেড়ে কোনও শ্রমিক পরিবার নতুন দরজার সামনে দাঁড়াবে। দরজাটি খুলবে। ভিতরে থাকবে দুটি ঘর। থাকবে রান্নার গন্ধ, শিশুর পড়ার শব্দ, বৃদ্ধ মানুষের নিশ্চিন্ত ঘুম।

আর থাকবে একটি সহজ অথচ গভীর অনুভূতি; এ বার এই ঘরটি সতিহই আমাদের।

প্লেন হাইজ্যাকারের একটার পর একটা ছুরির আঘাত সহ্য করেছেও সেফ ল্যান্ডিং ফ্লাইট ক্যাপ্টেন স্মিথ মচ্ছরের সাহসিকতায় ১৪৪ কোটি ভারতবাসী গর্বিত

প্রদীপ মারিক

ভারত মায়ের বীর সন্তান ফ্লাইট ক্যাপ্টেন স্মিথ যে ভাবে কো-পাইলটের একটার পর একটা ছুরির আঘাত সহ্য করেছে ১৮০ জন যাত্রীর প্রাণ বাঁচানো তা এক কথায় অসীম সহসিকতার সঙ্গে মাথা ঠাণ্ডা করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। কারণ এই ঘটনা যখন ঘটেছে তখন ককপিটের দরজা বন্ধ ছিল। ক্যাপ্টেন স্মিতকে একটার পর একটা আঘাত করতে থাকে ওমানের নাগরিক ওই কো-পাইলট। হাইজ্যাকার ফ্লাইটের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে ছুরি নিয়ে ক্যাপ্টেন মচ্ছরের উপর হামলা চালান। হামলাকারী পাইলট সেই সময়ে ফ্লাইটটিকে ক্র্যাশ করার বা অন্য কোনও টার্গেটকে লক্ষ্য করে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন।

ফ্লাইদুবাইয়ের ৯০৭৩ ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন অর্থাৎ মুখ্য পাইলট ছিলেন স্মিথ মচ্ছর। দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তেল আভিভের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিল ফ্লাইটি। তাতে ছিলেন ১৭৪ জন যাত্রী। যার মধ্যে ১৫০ জনই ছিলেন ইজরায়েলের নাগরিক। ২৭ জন শিশুও ছিল ফ্লাইটে। দুবাই থেকে টেকঅফের পরে মাঝাকাশে ককপিটে ক্যাপ্টেন স্মিথ মচ্ছর এবং তাঁর কো-পাইলটের মধ্যে আচমকই ঝামেলা শুরু হয়। ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন সূত্রের দাবি, ওমানের নাগরিক ওই কো-পাইলট ফ্লাইটের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে ছুরি নিয়ে ক্যাপ্টেন মচ্ছরের উপর হামলা চালান। হামলাকারী পাইলট সেই সময়ে ফ্লাইটটিকে ক্র্যাশ করার বা অন্য কোনও টার্গেটকে লক্ষ্য করে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। কো-পাইলটের



হামলায় গুরুতর জখম হন ক্যাপ্টেন মচ্ছর। তাঁকে একাধিক বার ছুরির কোপ মারা হয়। তিনি পাল্টা প্রতিরোধ করেন এবং ফ্লাইটের কন্ট্রোল হামলাকারীকে নিতে দেননি। লড়াইয়ের পরে এক সময়ে পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে তিনি ককপিটের দরজা খুলে দেন। ভিতরের পরিস্থিতি দেখে যাত্রী ও অন্য ক্রম সদস্যরা ককপিটে ঢুকে হামলাকারীকে কাবু করেন।

ঘটনার সময়ে বিমানটি প্রায় ৩৪ হাজার ফুট উচ্চতায় ছিল। আচমকা সেটি অত্যন্ত দ্রুত নীচে নামতে শুরু করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার ফুট উচ্চতা হারানোর পরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পরে ফ্লাইটে থাকা আরও দুই রিলিফ পাইলট ককপিটের দায়িত্ব



নেন। ১৮০ জন যাত্রী-সহ ফ্লাইটটিকে পরে সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমে, তাবুক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়। যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়।

দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ‘ফ্লাই দুবাই’ ফ্লাইটের ভবিষ্যৎ হতে পারত অন্যরকম। কিন্তু ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন স্মিথ মচ্ছরের সাহসিকতায় ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন ১৮০ জন যাত্রী। মাঝাকাশে গুরুতর আহত রুখে দেন ফ্লাইট হাইজ্যাকিং। ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ভারতীয় ক্যাপ্টেনের সাহসিকতায় গর্বিত বিশ্ব। তাঁর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। ভারতীয় এই পাইলটকে ‘সত্যিকারের হিরো’

বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মোদি বলেছেন, গুরুতর আহত অবস্থাতেও অন্যদের জীবন রক্ষায় স্মিথ মচ্ছরের সাহস ও দৃঢ় সংকল্প বড়সড় বিপর্যয় এড়াতে সাহায্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘ক্যাপ্টেন স্মিথ মচ্ছর সত্যিকারের হিরো। সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদের মুখে এবং গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অসীম সাহসিকতা দেখিয়েছেন। অন্যদের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হননি। অন্যদের জীবন রক্ষার অটুট সংকল্প দেখিয়েছেন। তাঁর সাহসিকতা শত শত মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এবং এক বড় বিপর্যয় এড়াতে সাহায্য করেছে। ক্যাপ্টেন মচ্ছরকে নিয়ে ভারত গর্বিত।’ এই ঘটনার পর শুধু প্রধানমন্ত্রী মোদী নন, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও মচ্ছরের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, গুরুতর আহত হওয়ার পরেও মচ্ছর প্রতিরোধ চালিয়ে যান। এই সাহসিকতার ফলে ১৮০ জনের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ভারতীয় পাইলটকে ‘হিরো’ বলে প্রশংসা করেছেন। বৃহবার হোয়াইট হাউসে সবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘পাইলট খুব খারাপ অবস্থায় ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি এখনও খুব একটা স্থিতিশীল নন। আশ্চর্যজনক ভাবে অত আহত হয়েও স্মিথ বিচারবুদ্ধি হারাননি। তিনি একজন সত্যিকারের হিরো।’

অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সপ্তাহে যে ভাবে ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর মাঝাকাশে সাহস দেখালেন তা এককথায় অত্যন্ত গর্বের। ১৪৪ কোটি ভারতবাসীর দাবী ফ্লাইট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর কে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হোক।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

ব্যস্ততায় জীবনের সৌরভ। অবসর মানেই অবসাদ বয়ে আনে। ব্যস্ততা জীবনের অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ। গাড়ির সদা সচল গতিশীলতাই তার ভালো থাকার প্রমাণ।

১৮
১৯
২০
২১
২২

বাণীচক্রকে নিয়ে একদিন আলাদা করে কথা বলব। তাঁদের আসা সম্ভব হলে সচিবালয়ে আসবেন। নইলে দিদি ডেকে পাঠালে দিদির বাড়িতে যাব। আলাদা সম্মান তো আমার হৃদয়ে রয়েছে। বাণীচক্র কীভাবে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে পারি সেটাও আগামী দিনে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে কাজ করতে পারি।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘লক্ষ্য ২৯-এই মাদকমুক্ত দেশ’

তুরস্ক থেকে কুখ্যাত ড্রাগ

মাফিয়ার প্রত্যাৰ্পণ: শাহ



নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: মাওবাদীমুক্ত ভারতের লক্ষ্য পূরণের পর এবার মাদকমুক্ত দেশ গঠনের চার্গেট বেঁধে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারই অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য অর্জন করল ভারত। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হিটলিস্টে থাকা কুখ্যাত মাদক



পাচারকারী তথা এই চক্রের প্রধান নভপ্রীত সিংকে তুরস্ক থেকে প্রত্যাৰ্পণ করা হয়েছে। ভারতে ফেরানোর পর তাকে প্রেশ্নার করে হাজতে পাঠানো হয়েছে। এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই প্রত্যাৰ্পণকে মোদী সরকারের বিরাট সাফল্য হিসেবে অভিহিত

করেছেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, মোদী সরকার ২০২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ভিতরে ও বাইরে সক্রিয় সবকটি মাদক চক্রকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আধিকারিকদের মতে, নভপ্রীত সিং দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে মাদক পাচার চক্র চালাচ্ছিল। ভারতে প্রত্যাৰ্পণের পর, এখন এই অভিযুক্তকে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং সংগঠিত অপরাধ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারায় আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অভিযুক্ত নভপ্রীত সিং তুরস্ক ‘নবাব ভিরক’ নাম নিয়ে পরিচয় লুকিয়ে বসবাস করছিল। এমনকী সেখানকার নাগরিকত্ব আদায় করে নেয় এই অপরাধী। তবে নাম পরিচয় বদলে ফেললেও মাদক পাচার বহাল তবিয়তে জারি রেখেছিল এই অপরাধী। জানা গিয়েছে, পরিচয় গোপন রেখেই আফগানিস্তান থেকে বিরাট পরিসরে হেরোইন ও মেথামফেটামিনের মতো মারাত্মক সব মাদক পাচার করছিল সে। এই অপরাধীর খোঁজে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। সেইমতো তদন্তে নেমে এই নবাব-এর আসল নাম ও পরিচয় জানতে পারে তদন্তকারীরা। তুরস্ক থেকে অভিযুক্তকে ফেরাতে তৎপর হয় ভারত সরকার। তুরস্কের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রত্যাৰ্পণ চুক্তির মাধ্যমে অবশেষে তাকে ভারতে ফেরানো হয়েছে। এই অভিযানে জড়িত সকল সংস্থা ও আধিকারিকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ওষুধ কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৫, আহত বহু

অমরাবতী, ৩ অক্টোবর: অন্ধ্রপ্রদেশের বেসরকারি ওষুধ কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত ৫ শ্রমিক। আহত ১০ জন। তাঁরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু। ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা রয়েছে মন্ত্রীদেব। তিরুপতির সাংসদ মাদ্দিনা গুরুমুর্তি এই ঘটনায় দৃথ প্রকাশ করেছেন। নিহত শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। উদ্ধারকার্য দ্রুত শেষ করারও আশ্বস্তি দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্ধ্রের তিরুপতি জেলার শ্রী সিটিতে রয়েছে ডিআইএল হেলথকেয়ার ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানা। শনিবার সকালে সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। কারখানা থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। ভেঙে পড়ে



ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি ১০ জন সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আহতদের চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করবে রাজ্য। উন্নতমানের চিকিৎসা দেওয়া হবে। মৃতদের পরিবারকে সব রকম সহযোগিতা করা হবে বলে সরকারের শীর্ষমহল থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কী করে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার উদ্ধারকার্য শেষ হলেই তদন্ত শুরু হবে। তবে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে।

রুশ সেনায় কর্মরত ৫৫

ভারতীয়কে দ্রুত

ফেরাতে আর্জি ভারতের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হয়ে এখনও কাজ করছেন ৫৫ জন ভারতীয়। এমনটাই জানাল সরকার। তাঁদের দ্রুত দেশে ফেরাতে মন্ত্রণালয় আর্জি জানিয়েছে নয়াদিল্লি। সম্প্রতি রুশ-ভারত কনসুলেটিভ কমিটির বৈঠকেও নয়াদিল্লি বিষয়টিকে জোরালভাবে তুলে ধরেছে বলে খবর। ভালো চাকরি, মোটা টাকার বেতনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতীয়দের রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এরপর মন্ত্রণালয় মাটিতে পা রাখতেই তাঁদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে যুদ্ধক্ষেে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকার নাগরিকদের বারবার সতর্ক করেছে। বিশেষ করে রাশিয়ায় চাকরির নামে কোনও সন্দেহজনক এজেন্ট বা সংস্থার ফাঁদে না পড়ার জন্য বারবার পরামর্শ দিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারত সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ১৪০ জন ভারতীয় নাগরিককে দেশে ফেরানো হয়েছে। তবে এখনও ৫৫ জন বাকি।

ফের উত্তপ্ত যন্ত্রের মন্তুর, পুলিশের

সঙ্গে বাচসা, চলল ধরপাঁকড়ও

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: শুক্রবারের পর শনিবারও প্রায় একই ছবি দেখা গেল রাজধানীতে। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে ফের রাজধানীতে মিছিল করে বিক্ষোভকারীরা। মিছিল আটকাতে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়। সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করতেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। টেনেহিঁচড়ে বেশ কয়েক জনকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়।



শুক্রবারের পর শনিবার আবার আইসা পথে নামল। যন্ত্রের মন্তুরের দিকে মিছিল করে যান আন্দোলনকারীরা। তাঁদের আটকাতে সকাল থেকেই দিল্লি জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আটোসাটো করা হয়। দিকে দিকে বসানো হয় ব্যারিকেড। নয়াদিল্লিতে ভারতীয় ন্যায় সহিতির ১৬৩ ধারা জারি করে পুলিশ। তারা আগেই জানিয়ে দেয়, যন্ত্রের মন্তুর বা তার আশপাশে বিক্ষোভ কর্মসূচি বা মিছিলের কোনও অনুমতি নেই। পুলিশের অনুমতি না-থাকলে

অনেকেই পথে নামেন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পা মেলান কপিল সিং, প্রশান্ত ভূষণের মতো আইনজীবীরাও। মিছিল করে তাঁরা যন্ত্রের মন্তুরের দিকে যান। তবে মাঝপথে সেই মিছিলও আটকে দেয় পুলিশ। অনেকেই রাস্তায় বসে পড়েন। উল্লেখ্য, জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে শুক্রবার দিল্লির রাজপথে নেমেছিল আর্মি আদমি পার্টি (আপ)। শুধু আপ নয়, একই দাবিতে কংগ্রেস এবং বামেরাও দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন

করে। সেই বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশ দিকে দিকে ব্যারিকেড দেয়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি, কথা কাটাকাটিতে উত্তাল হয়ে ওঠে দিল্লির যন্ত্রের মন্তুর। হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে বলে খবর। সেই তালিকায় ছিলেন সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাট, আপ নেত্রী তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মার্লেনো, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব, আইসা নেত্রী নেহা বোরগাও। অন্য দিকে, ককরোচ জনতা

পার্টির (সিজপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে আবার ‘দিল্লি চলো’র ডাক দিয়েছেন। তিনি জানান, জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না-করলে গোটা দেশের ককরোচ-বাহিনী মিছিল করে দিল্লি যাবে এবং আগামী ১০ অক্টোবর যন্ত্রের মন্তুরে বিক্ষোভ দেখাবে। ঊর্ধ্বমারির সূত্রে বলেন, ‘দিল্লি পুলিশ যদি আমাদের আটকানোর চেষ্টা করে, যেখানে আটকাবে, সেটাই আমাদের যন্ত্রের মন্তুর হয়ে উঠবে।’

‘অবতরণের জন্য হাসিনাকে অনুমতি

না দিলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত’!

ঢাকা, ৩ অক্টোবর: শেখ হাসিনাকে দিল্লিতে অবতরণের অনুমতি দেওয়া ছাড়া ভারতের কাছে কোনও উপায় ছিল না। অবতরণের অনুমতি না-দিলে সম্পূর্ণ অন্য রকম এক পরিস্থিতি তৈরি হত। ‘প্রথম আলো’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, শনিবার এক আলোচনাসভায় এমনটাই বলেন ঢাকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী। শনিবার ঢাকায় আয়োজিত এক আলোচনাসভায় দীনেশের কাছে জানতে চাওয়া হয়; হাসিনাকে কবে প্রত্যাৰ্পণ করা হবে? ওই প্রশ্নের উত্তরে দেন, এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া এখনও চলছে। তিনি বলেন, ‘ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বার বার বলেছেন; এটির একটি প্রক্রিয়া আছে। এটির একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে। সেই প্রক্রিয়া যে চলছে, এটা আমি নিশ্চিত করতে পারি।’ এবং এই আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় জড়িত। তাই



প্রত্যাৰ্পণ কবে করা হবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট ভাবে কোনও সময় বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর পরেই দীনেশ মনে করিয়ে দেন, ভারতীয় সেনা বা বায়ুসেনা হাসিনাকে ঢাকা থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। বাংলাদেশের সামরিক বিমানের দিল্লিতে গিয়েছিলেন সে

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। দীনেশ বলেন, ‘হাসিনাজিকে ভারতীয় বায়ুসেনা বা ভারতীয় সেনা নিয়ে আসেনি। তিনি (বাংলাদেশের) সামরিক বিমানে ভারতে আসেন। ভারতের কোনও প্রস্তুতি ছিল না। আমি চিঠি-তে দেখছিলাম; সেখানে বলা হচ্ছিল, তিনি অন্য কোনও দেশে

যাচ্ছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘সেই সময় পর্যন্ত হাসিনাজি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমাদের কাছে কোনও বিকল্প ছিল না। প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ছিল; বাস্তবতা মেনে নেওয়া। কারণ এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি ছিল না। আমাদের কাছে উপায় কী ছিল! আমরা যদি বলতাম অবতরণের অনুমতি দেব না, তা হলে জানি না কী পরিস্থিতি তৈরি হত।’

দু’বছর আগে, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জেরে পতন হয় হাসিনার সরকার। ওই বছরের ৫ অগস্ট বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন হাসিনা। তাঁর প্রত্যাৰ্পণের দাবিতে গত দু’বছরে বার বার সরব হয়েছে ঢাকা। ভারতও জানিয়েছে, বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। এ বার হাসিনা প্রসঙ্গে ফের আমি চিঠি-তে দেখছিলাম; সেখানে বলা হচ্ছিল, তিনি অন্য কোনও দেশে

ময়দান

শাই হোপের ১৬২ রান, ভারতকে

৫ উইকেটে হারাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দাম পেল না রোহিত ও রাহুলের ব্যাটিং



নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে ভারত আগেই সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছিল। ফলে শেষ ম্যাচে জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ছিল সম্মানরক্ষার লড়াই। শাই হোপের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে সেই লড়াইয়ে সাফল্য পেল ক্যারিবিয়ান দল। প্রথমে ব্যাট করে ভারত বড় রান তোলে। ব্যাটিংয়ে ভারতের হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন রোহিত শর্মা এবং কেএল রাহুল।

৩টি ছয়। শেষ পর্যন্ত ক্রিজে থেকে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন হোপ। শেষ দিকে হোপের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ওডাকেশ মোতি। মাত্র ১৪ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ২টি চার ও ১টি ছয়। ৪৭তম ওভারে অনশুল কসোজের বলে ১৫ রান ওঠে। সেই ওভারেই ১৫০ রান পূর্ণ করেন হোপ। এরপর ৪৮তম ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আরও ২২ রান তুলে নেয়। মোতি একটি চার ও একটি ছয় মারেন। হোপও একটি চার পান।

ফলে শেষ দুই ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজন দাঁড়ায় মাত্র ৭ রান। ৪৮তম ওভারের প্রথম বলেই নমন ধীরের বলে ছয় মেরে ব্যবধান মুছে দেন হোপ। পরের বলে এক রান নিয়ে ম্যাচ শেষ করেন তিনি। ৪৮.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৫২ রান তুলে জয় পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের হয়ে নমন ধীর ৫.২ ওভারে ৩৩ রান দিয়ে একটি উইকেট নেন। কুলদীপ যাদবও একটি উইকেট পান। কিন্তু শেষ দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান তোলার গতি থামতে পারেনি ভারতীয় বোলিং। শেষ ১০ ওভারে ৯২ রান এবং শেষ ৫ ওভারে ৬২ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ আগেই নিশ্চিত করায় শেষ ম্যাচে হারলেও ২-১ ব্যবধানে সিরিজ ভারতেরই দখলে রইল।

বিশ্বকাপে কি থাকছেন

রো-কো জুটি? জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরাট কোহলি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সাদা বলের অধ্যায় শেষ। অন্যদিকে রোহিত শর্মার লক্ষ্য এখনও আগামী বিশ্বকাপ। কিন্তু প্রস্তুতি থেকেই যাচ্ছে ভারতের পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপে কি একসঙ্গে দেখা যাবে রোহিত-বিরাট জুটিকে? কয়েক মাস ধরেই ভারতীয় ক্রিকেটে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশেষ করে রোহিতের অবসর নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তাঁকে নাকি সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, এমন কথাও শোনা গিয়েছিল ক্রিকেটমহলে। তবে ভারতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক শুভমান গিলের সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি ওয়ানডে সিরিজে দুই অভিজ্ঞ তারকার ব্যাটে আবারও দেখা গিয়েছে পুরনো বলক। বিরাট কোহলি যেমন দুরন্ত শতরান করে নিজের ব্যাটিং ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন, তেমনই রোহিত শর্মাও শতরান করেছেন সিরিজে। তৃতীয় ওয়ানডেতে অবশ্য মাত্র কয়েক রানের জন্য তিন অন্ধের ঘরে পৌঁছতে পারেননি হিটম্যান। তবুও দুই প্রাক্তন অধিনায়কের পারফরম্যান্সে যথেষ্ট খুশি গিল। একটি অনুষ্ঠানে রোহিত ও বিরাটকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক। তাঁর মতে, এক দিনের ক্রিকেটে বিরাটই সেরা ব্যাটারদের একজন এবং রোহিত বিশ্বের সেরা গুপেনারদের মধ্যে অন্যতম। এই দুই তারকার সঙ্গে একই দলে খেলতে পারাকে নিজের সৌভাগ্য বলেই মনে করেন গিল। তাঁদের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং

ড্রেসিংরুমে উপস্থিতি তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানিয়েছেন তিনি। গিলের বক্তব্যে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। শুধু ব্যাট হাতে রান করাই নয়, নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও রোহিত এবং বিরাটের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেন তিনি। দুই প্রাক্তন অধিনায়কের কাছ থেকে নানা বিষয় শেখার সুযোগ তাঁর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। অর্থাৎ ভারতীয় দলের পরিকল্পনায় এখনও রোহিত-বিরাটের গুরুত্ব যে যথেষ্ট, গিলের কথায় তাঁরই ইঙ্গিত মিলেছে। বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ উঠতেই ২০২৩ সালের সেই তিক্ত স্মৃতিও সামনে এসেছে। ঘরের মাঠে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ট্রফি হাছড়াচা করছিল ভারত। প্রতিযোগিতায় সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে পৌঁছেও শেষ ধাপে এসে থেমে যেতে হয়েছিল রোহিতদের।

OFFICE OF THE
SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.: SAINTHIA DIST.: BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO-
e-NIT NO:-
WBMD/SM/Engg.Sec/DMA/01
of 2026-2027 02ND Call
The Administrator of Sainthia Municipality invited tenders for the work of -Construction of C.C. With Paver Block Road in different Wards under Sainthia Municipality
Tenders Submission closing date:-
1) 10.10.2026 at 11.00 A.M
For further details please contact the mentioned office.
Sd/- Executive Officer
Sainthia Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 21/EE/ED/LEM/KMDA/T-2
of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Umayam Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from the eligible tenders, for the work: Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion, Maintenance including 'ON' & 'OFF' operation of all electrical equipments at Sealdah Underpass across Belghata Main Road near N.R.S. Hospital, Rs.4,40,532/-, Rs.8,811/-, 12 months from the date of firm order, Last date & time of online Bid submission: 10.10.2026, Time: 13:00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-598)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T18639(1)/2026

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, Kolkata - 700123
TENDER NOTICE
No. 9/26-27/FCXV/T Dated 03.10.2026
e-tender is invited by the Executive Officer, Barrack-pore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under DMA. Last date of submission of tender: **12.10.2026 up to 12 noon**. The detail tender notice may be seen in the **www.tenders.wb.gov.in**, Notice Board of Barrack-pore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, Kolkata - 700123
TENDER NOTICE
No. 8/26-27/DMA/T Dated 03.10.2026
e-tender is invited by the Executive Officer, Barrack-pore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under DMA. Last date of submission of tender: **30.10.2026 up to 12 noon**. The detail tender notice may be seen in the **www.tenders.wb.gov.in**, Notice Board of Barrack-pore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, Kolkata - 700123
TENDER NOTICE
No. 7/26-27/DMA/T Dated 03.10.2026
e-tender is invited by the Executive Officer, Barrack-pore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under DMA. Last date of submission of tender: **12.10.2026 up to 12 noon**. The detail tender notice may be seen in the **www.tenders.wb.gov.in**, Notice Board of Barrack-pore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality



আসছে মা...



চলছে প্রস্তুতি

কুমোরটুলি পটুয়াপাড়া



ছবি: অদिति সাহা

কংসনারায়ণের সময়ে নয়, দশভূজা দুর্গা
পূজোর প্রচলন বাংলায় শুরু হয় পালযুগে

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

ভাঙিলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং
 মনোজ্ঞ জীবনের সবচেয়ে বড় উপসর্গ
 হলো শারদীয়া দুর্গোৎসব। তবে, অসং-
 খ্যাত অমরাপুর্বাণীর দেবী দার্ভার যে
 নন্দনভূজা রূপটির আরাধনা করি-
 তে আসিতেন বলছে চক্ৰ চিঠি এমন
 ছিলো। ইতিহাস রূপে, প্রাচীন
 মধ্যযুগীয় বাংলায় দেবীর প্রাচীন রূপটি
 একেবারেই অনারমক ছিল।
 ইতিহাসিকভাবে বাংলায় শক্তি সাধনা
 বা মাতৃকা উপাসনার শিখড়টি
 ইতিহাসেরে অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। তা-
 লে বাংলায় লোকাত্ত চণ্ডী বা বিবিন্ন
 প্রাণীম মাতৃকার উপাসনা সুপ্রাচীন কালে
 থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। তবে,
 ইতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিক থেকে
 শব্দের কালে দেখা যায়, দ্বিতীয় নবম
 শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে,
 বিশেষ করে পাল ও সেন রাজবংশের
 আমলেই বাংলায় দেবী
 মনোজ্ঞারাজিনীর রূপকল্পনা ও পূজা
 একে নতুন দার্ভারনৈতিক ও সামাজিক
 মাত্রা লাভ করে।

এতিহাসিকদের মতে পাল রাজাদের আমলে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী অঞ্চলের সঙ্গে বালার এক নিবিড় রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে পাল বংশের রাজা ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে দক্ষিণাচ্যোতের রাস্ত্রকূট ও অন্যান্য রাজবংশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও মিত্রতার সূত্র কেবল কণ্ঠিক সংস্কৃতির প্রভাব বাল্যায় এতে পৌঁছায়। মনে করা হয়, এই যুক্তি যোগাযোগের হাত ধরেই উপসানার ধারণা মহিষাসুরমর্দিনী উপসানার ধারণা বাংলায় প্রবেশ করেছিল। দশম শতকের প্রথম মহীপালের শাসনকালে এই ধারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্তরে বিস্তৃত হয়ে আরও বড় আকার ধারণ করে। পাল বংশের ইতিহাসে রাজা প্রথম মহীপাল ছিলেন এক অত্যন্ত বুদ্ধবশুর্পূর্ণ ব্যক্তি। প্রথম মহীপালকে পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়, কারণ তিনি উত্তর ও পূর্ববঙ্গের হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তার এই রাজনৈতিক উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যায় মহিষাসুরমর্দিনী উপসানার এক অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটে। বাল্যায় গুপ্ত মহীপালের কিছু প্রাচীন মুদ্রায় ফলকে বা মনোহরণের মতো প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব মহিষাসুরমর্দিনীর আদিম কিছু নির্দর্শন পাওয়া যায়। সেখানে ওগুলো ছিল মূলতই প্রতীকী। তেমনে অনুসরের কলাটি ছিল সম্পূর্ণ পবন মতা। একটি শাস্ত্রীয় ও রাজকীয় উপাস্য রূপে দুর্গার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল পাল যুগেই। পালযুগের প্রথম দিকের যে দুর্গমূর্তিগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো মনো শতকের বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সময়ের মূর্তিগুলোতে দেবীর শারীরিক গঠন, আয়ুর্বেদে বিন্যাস এবং ভাস্কর্যশৈলীতে এক অনন্য আঞ্চলিক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়, যেটি আর্থবৈভব মূল ধারা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। পালযুগের এই সময়ে মূর্তিগুলোতে দুর্গাকে মূলত চতুর্ভুজা, যড়ভুজা বা ষষ্ঠভুজা এবং পবনবর্তীলোভনভুজা ও যৌনভুজা রূপে দেখা গিয়েছিল। প্রতিটি হাতে ধারা অন্তরে বিন্যাস ছিল সুনির্দিষ্ট ও জামাতিতে ভারসাম্যযুক্ত। আয়ুর্বেদের মূল ধারার তুলনায় এখানকার মূর্তিতে ত্রিশূল, খুৎগা, জক, বাণ ও চারের পাশাপাশি তান্ত্রিক ভাবের কারণে দুর্গা বিশেষ আয়ুধ যোজন; পাশ, অঙ্কন ও যৌক্তিক বা চামড়ার তৈরি ঢালের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। দ্বিধী এক অনা হাতে মহিষাশুরের চুল বা লেজ ধরে অন্য হাতে দিয়ে তার বৃকে ত্রিশূল বিন্ধ করতেন, এই দৃশ্যটি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা হতো। আর্থবৈভব মূল ধারার দীর্ঘায়িত মূর্তির বিপরীতে এই অঞ্চলের দেবীর মুখমণ্ডল কিছুটা বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার হয়েছিল। ডাটাক করে নির্মিত হয়েছিল। চোখগুলো, ছি



অধিনির্মীলিত
 ভ্রূয়ুগল ছিল ধন
 মতো বাঁকানো ও
 যা দেবীর শাস্ত
 সংহারী রূপের
 অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়ে

মূলত কষ্টিপাথর বা কালো ব্যাসল্ট
পাথর এবং অষ্ট্রাচ্যুর ব্যবহারে তৈরি
এই ভাস্কর্যগুলো তৎকালীন পূর্ব
ভারতীয় শিল্পীর হস্তির এক নতুন দিগন্ত
উন্মোচন করেছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে, দশম শতকে প্রথম মহীপালের সময় থেকেই বালায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তি নির্মিত হতে শুরু করল। উত্তরবঙ্গ (পট্টনা বঙ্গের দক্ষিণ), দক্ষিণবঙ্গ এবং রায় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাল আমলের যে বিস্তৃত সংখ্যক পাথরের ও ধাতুর দেবীমূর্তি উদ্ধার হয়েছে, তার সিংহভাগই দশম ও একাদশ শতকের। এই মূর্তিগুলোর প্রাচুর্য প্রমাণ করে যে, এই সময়ে মহিষাসুরমর্দিনী উপাসনা কেবল রাজপরিবারে চার দেওয়ালে মানুষের ঘরে ঘরে ও লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পাল আমলের বিভিন্ন তাম্রশাসন ও ঐতিহাসিক নথি থেকে জানা যায় যে, সম্রাট মহীপাল গৌড়-বঙ্গে একটি বিখ্যাত ভবানী মন্দির স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মালম্বী হওয়া সত্ত্বেও পাল রাজারা ছিলেন অত্যন্ত শঙ্করমহিম্বু এবং তাঁরা ব্রাহ্মণ ও শঙ্করসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মহীপাল কর্তৃক ভবানী (দুর্গা) উপাসনা শুরু করার ঘণ্টাগীতা তৎকালীন বাংলায় এক নতুন জগৎব্যপ সৃষ্টি করে। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ, শিলালিপিশারদ এবং ইতিহাসবিদ ড. দীপেনচন্দ্র সরকারের লিপি-গবেষণা এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ অনুসারে, পাল আমলের রাষ্ট্রীয় দলিল বা তাম্রশাসনে দেবী ভবানী বা মহিষাসুরমর্দিনী এবং তাঁর মন্দিরের উল্লেখ বাংলার শাক্ত ইতিহাসের এক অমূল্য অগ্রাণ। তাঁর বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং ‘পাল-সেন যুগের বংশতালিকা’ এবং ‘অনুপাল সেন স্রোতঃ গ্রন্থাবলী’ এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

দীনেশচন্দ্র সরকারের গবেষণা অনুসারে, পাল রাষ্ট্রীয় নথিতে এই ভবানী মন্দিরের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। পাল রাজারা মূলত বৌদ্ধ হলেও তাঁদের ভূমিদান সংক্রান্ত তাৎপর্যশালীন বা রাজকীয় অনুশাসনগুলোর আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোয় ব্রাহ্মণ দেব-দেবীর মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র সরকার দেখিয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গ ও গৌড় অঞ্চলের কিছু লিপিতে ‘ভবানী-চরণ-কন্যা’ বা ‘ভবানীপার্শ্ব’ (শিব) এবং দেবী ভবানীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণ রয়েছে। পালরাষ্ট্রের নথিতে রাজকীয় রক্ষণাবেক্ষণে মাধ্যমে এই ভবানী মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ, পূজার্নার খরচ এবং পুরোহিতদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট গ্রাম বা ভূমি রাজস্বের অংশ দান করার স্পষ্ট রাজকীয় নির্দেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে। দশম শতকে পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মহীপালের সময়ে এই নথিবদ্ধরূপের গুরুত্ব সম্বন্ধেও গবেষণা মহীপাল যখন উত্তর ও পূর্ববঙ্গের হাত সাম্রাজ্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কেন্দ্রে মাতৃকা শক্তিকে কতটা উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল মহীপালের এই কাজের ফলে বাংলার জনমানসে তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, পরবর্তী বহু শতাব্দীর বাংলায় স্মৃতিস্মৃদ্ধ ভাঙতে-ভাঙতে মহীপালের গৌরব গাওয়ার লোকবিত্তি প্রচলিত ছিল।

পাল যুগের তাক্ষরশৈলীর অনন্যতম প্রধান অবদান ছিল দেবীর মূর্তিতাত্ত্বিক রূপান্তর। দাক্ষিণ্যে তা কণ্ঠকিত থেকে দেবী যখন বাংলায় হাত বিনীত বা অর্ধজগত। কিন্তু দশম শতকে পাল যুগের শিল্পীদের হোয়ায় এবং বাংলার নিজস্ব তাত্ত্বিক ও সহজাত ভাবধারার মিশ্রণে দেবী রূপান্তরিত হন। দাড়ুজা রূপে।

বাংলার আবহাওয়ায় ও মাটিতে কল্টিপাথর বা কালো ব্যাসাল্ট পাথরের ওপর খোদাই করা এই শম্ভুজ মূর্তিগুলোতে দেখা যায়; দেবী অত্যন্ত গণিশীল ভঙ্গিতে মথিৎকণী অসুরের বুক চরে নির্গত মানবাকৃতি অসুরের ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করছেন। পাল

যুগের এই ভাঙ্করগুলোতে দেবীর দশটি হাত চক্ৰাকারে বিন্যস্ত থাকত এবং প্রতিটি হাতে থাকত আলাদা আলাদা আয়ুধ বা অস্ত্র। এই সময় থেকেই দেবী সিংহবাহিনী রূপে পূর্ণতা পান এবং মহিষাসুর বধের এই রূপটিই বাঙালির কাছে শক্তির পরম প্রতীক হয়ে ওঠে।

একাদশ শতকের শেষে এবং দ্বাদশ শতকের শুরুতে বাংলায় পাল রাজবংশের পতন ঘটে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় সেন রাজবংশ। সেন রাজারা ছিলেন মূলত দক্ষিণাচারের কণ্ঠচিক থেকে আগত এবং তাঁরা ছিলেন সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্মের কট্টর অনুসারী। পাল রাজবংশের পতন ঘটলেও পাল রাজাদের আমলে গড়ে ওঠা মতাক উপাদানার যে প্রবল জোয়ার বাংলায় তৈরি হয়েছিল, সেনরাজাররা তাকে কোনোরূপেই আঁকড়া করতে পারেনি। বরং সেন যুগে এসে এই শক্তি উপাদান এক নতুন রূপে আবির্ভূত হয়।

ইতিহাসবিদেরদের মতে, সেন যুগের শাসকেরা ছিলেন মূলত দেশি। বাংলায় এসে তারা যখন শৈবধর্মকে যে এখনকার ভূমি সম্পূর্ণভাবে তত্ত্ব এবং মাতৃকা উপাসনায় এক, তখন তারা শিবের সঙ্গে শক্তির এক অপর সমকয় ছিলেন। এর ফলে সেন যুগের সময় মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির পাশাপাশি হরগোপী বা শিব-দুর্গা মূর্তির প্রচলন ব্যাপক হারে হিঙ্গাবাদ। দেবীকে কেবল যুগ্মপূজা হিসেবেই না, বরং শিবের ঘরনী বা উমা রূপেও পূজা করায় সামাজিক ধারারটি এর সময় থেকে একেবারে শক্ত হতে শুরু করে। সেন যুগে যে মহিষাসুরমর্দিনীর উপাসনা অত্যন্ত গুরুত্বমকের সঙ্গে চলত, তার এশীকাল পাণ্ডুরে ভাস্কর্য পৃথিবীর বিভিন্ন জাদুঘরে আজও সুরক্ষিত রয়েছে। দ্বাদশ শতকের সেন আমলের একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং নিখুঁত গেছের (অর্জিলাইট) মূল পাণ্ডুরা পাগেছ, যেটি বর্তমানে আমেরিকার মেট্রোপলিটন

মিউজিয়াম অফ আর্ট-এ সংরক্ষিত রয়েছে। এই মূর্তিতে দেবীর ষোলোটি হাতে রয়েছে। এই মূর্তিটি সেন যুগের প্রাচীন নিমাগণ শাসনের এক চরম উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে দ্বাদশ শতকের পাল-সেন যুগের বেশ কিছু তাম্রা এবং কষ্টিপাথরের দশভুজা মহামায়াসুরমর্দিনী মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। যেখানে দেবীকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট

অবস্থায় বা মহিমান্বর্তিত অবস্থায় দেখা যায়। এই ভাস্কর্যগুলোর চালচলিত বা প্রভাবান্বিত সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজ দেখা যায়, যা সেন আমলের রাজকীয় শৈলীকে নির্দেশ করে।

সেন রাজার বাংলায় এসে মার্ত ও পৌরাণিক ভিত্তিনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। পাল যুগের যে লোকায়ত বা তান্ত্রিক দুর্গপূজার রূপ ছিল, তাকে সেন যুগে এসে বৈদিক উদ্ভার করে, শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়। ফলে যজ্ঞ, চতুষ্পাঠ এবং নিষিদ্ধি তিথি মেনে শরৎকালে দুর্গপূজার শাস্ত্রীয় রূপ, তা এই পাল-সেন যুগের ক্রান্তিকালেই সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে।

ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীখে এটি স্পষ্ট যে, বাংলায়

আজকের যে দুর্গাপূজার মহোৎসব, তার ভিত্তিপ্তর স্থাপিত হয়েছিল মধ্যযুগীয় গৌড়-বঙ্গের শাল ও সেন রাজত্বের। পোড়ারদুই এই শাল ভাষ্যারা পরবর্তীকালে সেনরাস্ত্রের শৈব-শাক্ত পাথুরে ভাস্কর্যের মাধ্যমে আরও বিকশিত ও সংরক্ষিত হতে শুরু করে। কংসনারায়ণ বা নন্দীয়া-কলকাতার জমিদার বা বাবুদের অনেক আগেই, বাংলার কষ্টিপাথরের বুকে শাল ও সেন

যুগের শিল্পীরা বাঙালির প্রিয় দুর্গার রূপটি চিরকালের জন্য খোদাই করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার মাটির এই আদিম শাক্ত ঐতিহ্যই আজও প্রতি বছর আশ্বিনের শারদপ্রাতে বাঙালির ঘরে ঘরে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে।

নিজস্ব প্রতিবদন: সামনে নদী। পাথরের গায়ে
আছড়ে পড়ে ফেনিয়ে উঠছে জলা সেই অবিরাম
স্রোতের শব্দই যেন পাছড়ে ফেনিয়ে নিজস্ব
সঙ্গীত। শহরের বাস্তব থেকে কবেকো নদীর
জন্ম দূরে গিয়ে যদি শুধু নদীর ধারে বসে থাকি
যায়, তা হলে উত্তরবঙ্গের এই তিন পাহাড়ি গ্রাম
হতে পারে অন্য রকম ঠিকানা। স্বথিখোলা,
বিজ্ঞানবাড়ি আর ধান্ধা – তিন জায়গাতেই
নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে থাকার ব্যবস্থা।

ঋষিখোলা

‘খোলা’ কথার অর্থ নদী। ঋষি নদীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ছোট পাহাড়ি গ্রাম ঋষিখোলা। প্রায় ১৭০০ ফুট উচ্চতার এই গ্রামের একটি বিশেষত্ব হল, নদীর এক পারে পশ্চিমবঙ্গ, অন্য পারে সিকিম। গাড়ি যেখানে নামিয়ে দেবে, সেখান থেকে শুরু পাহাড়ি হাটা। উত্তরই পথ, নুড়ি-পাথর আর বাঁশের সেতু পরিয়ে জঙ্গুলে গাছের গায়ে পৌঁছতে হয় নদীর কপালে। ঋষি নদীর ধার ঘেঁষেই রয়েছে ইকা-কটেজ ও একাধিক হোমস্টেই। কাঠের বানাদায় বসে নদী দেখা যায়। হোমস্টেই তাঁড়া জলে স্নান করবে। নদীতে ছোট মাছ রয়েছে। হোমস্টেইর কবীদের অনুরোধ করলে তারা মাছ ধার ভেজেও দিতে পারেন। দিনের ঋষিখোলা শান্ত। বিকেল নামতেই বদলে যায় তার রূপ। আর রাতের অন্ধকারে আশপাশের কোনো জ্বল উঠলে মনে হয় যেন পাহাড়ে কোনো তারার রাজ্য। ঋষিখোলা হয়ে সিকিম যেতে পথটিকদের টুরিস্ট পারামিট প্রয়োজন।



Bengal Rehabilitation Centre

President



NARSINGH

একদিন

দশয়

শারদ

EKDIN Puja Re

(Please fill the form in Cap)

1. Name of Puja Committee
.....
2. Name of the President:
3. Name of the Secretary:
4. Name of the Other Contact:
5. (a) Puja: Theme or Tradition:
(b) Puja theme & Artist:

6. Puja Budget:

7. Any Social activities done

Terms & Conditions: (i) All Ju display Banner (8ft x 4ft) in prom will add one person's mobile no. theme. (iv) Only Kolkata & Salt Last date of submission of appli be eligible for the competitions.

We agree to abide by the

Date & Place:

Form Submission Centre: 'P'

Court House Corner, Tobacco Hous

সঙ্গে পাসপোর্ট, ছবি এবং সচিত্র
পরিচয়পত্রের ফোটোকপি রাখা
দরকার।

ধাকার ব্যবস্থা: খ্বি নদীর পাশে
একাধিক হোমস্টে রয়েছে। পূজোর সময়ে গেলে
আগে থেকে বুকিং করাই ভাল। পাহাড়ি পথে
বেশ কিছুটা হাটতে হয় বলে যাত্রীদের নিয়ে
গেলে বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি।

যাতায়াত: নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দূরত্ব প্রায়
১০০-১০৫ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগে
প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। শিলিগুড়ি থেকে শেয়ার
ড্রাইং রংগো পর্বত গিয়ে সেখান থেকে গাড়ি
বুক করলেও যাওয়া যায়।

বিজনবাড়ি

ছেত রঙ্গিত নদীর ধারে নিরিবিলা দুদিন কাটাতে চাইলে গন্তব্য হতে পারে বিজনবাড়ি। মার্জিলিঙ জেলার এই পাহাড়ি গ্রামটি খুব বেশি উচ্চতায় নয়। ফলে দার্জিলিঙে যখন হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা, অস্ত্রবর-নভেম্বরে বিজনবাড়ির আবহাওয়া তখনও বেশ মনোহর।

খাবার ব্যবস্থা: নদীর ধারে তৈরি হয়েছে একাধিক হোমস্টে। কয়েকটি বেশ সাজানো-গোছানো। পাহাড়ি খাবার আর নদীর শব্দে গুঞ্জে ঘরে কেটে যেতে পারে দুদিন। বিজনবাড়ি থেকে ঘুরে নেওয় যায় মেগিটার। রয়েছে ছোট উদ্যান এবং স্থানীয়দের পিকনিক স্পট। ভিউ পয়েন্ট থাকে বিস্তীর্ণ পাহাড়ি দৃশ্য দেখা যায়। যেতে পারে জামুনিঙেও। নদীর ধারের এই জায়গাটি বেশ

সুন্দর। স্থানীয়দের দাবি, ‘বরফি’ ছবির একটি দৃশ্যের শুটিং হয়েছিল এখানকার সেতুতে।

যাতায়াত: দার্জিলিং থেকে বিজনবাড়ি প্রায় ৩০ কিলোমিটার। পথে সিংভূম, রিশিহাট চা-বাগান এবং জামুনি পড়ে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দূরত্ব প্রায় ৯৫ কিলোমিটার। সরাসরি গাড়ি বুক করে যাওয়া যায়। দার্জিলিং হয়ে চাইলে এসে পরে গাড়ি ভাড়া করাও সম্ভব। চাইলে দার্জিলিঙে এক-দু'দিন থেকে তারপর বিজনবাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা করা যায়।

বালং

ভূতান সীমান্তের কাছাকাছি কালিশং জেলার
বালং। জলচাপা নদী বয়ে গিয়েছে এই পাহাড়ি
জনপদের উপর দিয়ে। এক দিকে নদী, অন্য দিকে
পাহাড় ও অরণ্য; প্রকৃতির তিন রূপ এখানে
একসঙ্গে ধরা দেয়। পাখি ও বন্যপ্রাণীদের দেখা
মিলে এই এলাকায়। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে
বালং যাওয়ার পথে পড়ে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য।
খালং থেকে ঘুরে নেওয়া যায় বিন্দুও।
খালং বালং: জলচাপা নদীর ধারেই পশ্চিমবঙ্গ
বনোন্নয়ন নিগমের খালং বালং রায়ছে।
পাশাপাশি রয়েছে একাধিক হোমস্টে।
যাতায়াত: নিউ মাল জংশনে নামলে সুবিধা।
মোড়ান থেকে বালং প্রায় ৫০ কিলোমিটার। নিউ
জলপাইগুড়ি থেকে দূরত্ব প্রায় ১০০
কিলোমিটার। সরাসরি গাড়ি বুক করে যাওয়াই
সুবিধাজনক।



BRG
Bengal Rehabilitation Group

In Association With



Presents


NARSINGHA

একদিন
দশভূজা
শারদ সন্মান ২০২৬

EKDIN Puja Registration Form

(Please fill the form in Capital Letter)

Co-Sponsored by



1. Name of Puja Committee & Address:.....
2. Name of the President: Mobile:
3. Name of the Secretary: Mobile:
4. Name of the Other Contact Persons: Mobile:.....
5. (a) Puja: Theme or Traditional (Tick one) :
(b) Puja theme & Artist:
6. Puja Budget:

7. Any Social activities done between last One Year:.....

Terms & Conditions: (i) All Judgments will be selected by online system. (ii) Puja Committee should display Banner (8ft x 4ft) in prominent position in puja pandels. (iii) After 100 puja selection committee We will add one person's mobile no. to our whatsapp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja theme. (iv) Only Kolkata & Salt Lake Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (v) Last date of submission of application is 08/10/2026. (vi) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (vii) The event officials' decisions must be granted.

We agree to abide by the terms & Conditions.

Date & Place:

Signature on behalf of
Puja Committee with Seal

Form Submission Centre: 'PHOENIX', 6/16A, Podder Nagar, Kol-700068, Near South City Mall. 'EKDIN' 1, Old Court House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata-700001 || CONTACT: 8697722990 8420444073